

আগরগণ আগরগণ
 ২০২১ ইং ৫ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আত্মকেন্দ্রিকতা

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অহিংসতা বাড়িতেছে। সমাজ ব্যবস্থা আত্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। এর বিষয় ফল আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে। প্রতিদিন এর নিজের আমাদের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। রেলের কর্মীদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় গঠার কারণে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ট্রেন থেকে নামাইয়া তোলা হইল আদালতে। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের এক নার্স সকাল নয়টা নাগাদ বারইপুর থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে ওঠেন। ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় থাকায়, ভুল করিয়া উঠিয়া পড়েন রেলকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত কামরায়। এর পরই কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ান তাঁহাকে হেনস্থা করেন। এমনকি আদালতেও তোলা হয় বলিয়া দাবি করেন সেই নার্স।

কিছু দিন আগেই রেলওয়ে কর্মচারীরা ইউনিয়নের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ ট্রেনে ডাক্তার, নার্স বা ব্যাঙ্ককর্মীদের মতো কেউ যাহাতে না ওঠেন সেই বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহাতো তাঁহারা দরবন্দ্য ভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকিবেন এবং দায়ী হইবে কর্তৃপক্ষ। কারণ হিসেবে অনেকে বলিয়াছেন যে, ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্ক কর্মচারী স্বল্প সুদে ঋণ পান, সেটি তাঁহার বিশেষ অধিকার। তেমনই রেল কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ ট্রেন আসিলে ওই বিভাগের কর্মীদের বিশেষ অধিকার যে কোনও অজ্ঞাহাতে এখন হিসার পথই যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি থেকে সমাজ, কোথাও আর কোনও পথ যেন অবশিষ্ট নাই। রেলকর্মীরা স্বাধীনভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ করিয়াছেন রেল কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট বগিতে এক জন স্বাস্থ্যকর্মী উঠিবেন কেন?

‘স্বাস্থ্য’ শব্দটির একটি অর্থ সমাজ। ডাক্তার, নার্স-সহ অন্যান্য সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী, ব্যাঙ্ককর্মী সবাই সেই সমাজের অংশ। সমাজ চলে সহযোগিতার নীতিতে। সেই সহযোগিতার সম্পর্ক সরাসরি রাখিয়া সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক কেবল প্রতিযোগিতা আর হৃদয়ের হইয়া উঠিলে সমাজের সুসামঞ্জস্য নষ্ট হইতে বাধ্য। একজন স্বাস্থ্যকর্মী এই মুহূর্তে পিপিই পরিষ্কার প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে এতটা সময় ধরিয়া কাজ করিতেছেন। তাহার পরে ভিড়ের মধ্যে তিনি যদি ঠিক কামরা বাছিয়া উঠিতে না পারেন, সেইটুকুও কি আমরা ক্ষমা করিতে পারি না? আর তিনি তো কর্মস্থলের দিকে রওনা দেওয়ার সময় ট্রেন ধরিতে গিয়া ভুল কামরা নির্বাচন করিয়া ফেলিয়াছেন। সেও তো করিয়াছেন ঠিক সময় পৌঁছিয়া রোগীর সেবারই জন্য!

পৃথিবীময় অতিমারি সঙ্কট চলিতেছে। সেখানে দাঁড়াইয়া অধিকার বৃদ্ধি। নেওয়ার যথার্থ সময় কি এখন? সাধারণ মানুষের স্বার্থেই যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাই ব্যাঙ্ককর্মীরা দক্ষতরে যাইতেছেন। কারণ, অর্থব্যবস্থা খামিরি গেলে পোতা বাবস্থাটা খামিয়া যাইবে। আর একজন নার্স তো সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। সে ক্ষেত্রে এই সঙ্কটকালে এই বিশেষ সুবিধাটুকু কি তাঁহার প্রাপ্য হইতে পারে না? নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি, বিশ্বায়ন অন্য সব কিছুই মতোই স্বাস্থ্যকে ‘সেবা’ থেকে পণ্যের দিকে নিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবুও, সদ্য পাশ করা তরুণ-তরুণীরা এখনও হিপোক্রেটিসের নামে শপথবাক্য পড়িতেছেন। সরকারি চাকরি নিয়া গ্রামীণ হাসপাতালেও যাইতেছেন। আর সমস্যায় পড়িতেছেন। গ্রামীণ হাসপাতালের সীমাবদ্ধ পরিচালার মধ্যে অনেক সময় মুমূর্ষু রোগী আসামাত্র, পরীক্ষা করিবার সময়ই মারা যান। দেখা যায়, তা রোগীর পরিবারের কাছে ডাক্তারের অপদার্থতা বলে গণ্য হইতেছে। আবার, সঙ্কটাপন্ন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া কোনও গুণ্য প্রয়োগ করিলে এবং তিনি মারা গেলেও বিপদ। রোগীর পরিবারের তরফে তাহাকে ভুল চিকিৎসা বলিয়া প্রায়শই ধরিয়া নেয়। এই সঙ্কটের কালে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি এই রকম অব্যবহার কতটা ন্যায্য? এর পরেও কি আমরা আশা করিতে পারি যে, আগামী প্রজন্ম স্বচ্ছন্দ্য এ রকম সেবামূলক পেশায় যুক্ত হইতে চাইবে? গুরুত্বটা আগেই হইয়াছিল। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে বাড়িভাড়া না দেওয়া, ভাড়া বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলা, এমনকি সরকারি আধিকারিককে পাড়ায় চুকিতে না দেওয়ার ঘটনাও সামনে আসিয়াছে। হিংসা, দ্বন্দ্ব সরাসরি আমরা সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মতো গুণগুলি রপ্ত করিতে পারব না? তা যদি না পারি, তবে আর কবে আমরা মানুষ হইব? এই প্রশ্ন কিছু প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিতেছে। আমাদের প্রত্যেককে সহিষ্ণু ও সহনশীল হইতে হইবে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়াই সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

প্রয়াত ডিপিআইআইটি-র সচিব জি মহাপাত্র, মৌদী-গোয়েল শোকে বিহ্বল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হিস.): প্রয়াত হলেন ডিপিআইআইটি-এর সচিব গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র। ১৯৮৬ ব্যাপ্তে এই আইএএস অফিসারের মৃত্যুর দুঃসংবাদ, শনিবার সর্বপ্রথম জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। গুরুপ্রসাদ মহাপাত্রের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে ডিপিআইআইটি ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (ডিপিআইআইটি)-এর সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র। ডিপিআইআইটি-র সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ডিপিআইআইটি-র সচিব গুরুপ্রসাদ মহাপাত্রের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকে বিহ্বল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলও। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে শোকবার্তা জানিয়েছেন, ‘গুজরাট ও কেন্দ্রে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর দুর্দান্ত জ্ঞান ছিল এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য তাঁর খ্যাতি রয়েছে।’ শোকবার্তায় পীযুষ গোয়েল টুইট করে জানিয়েছেন, ডিপিআইআইটি-র সচিব গুরুপ্রসাদ মহাপাত্রের প্রয়াণে দুঃখ পেলাম। তাঁর দীর্ঘকালীন সেবা ও দেশের প্রতি উৎসর্গ স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

রাশিয়ায় বিমান ভেঙে মৃত ৪, প্রাণ সংশয়ে আরও ৪ জন

মস্কো, ১৯ জুন (হিস.): রাশিয়ায় ছোট বিমান ভেঙে প্রাণ হারালেন ৪ জন প্যারাসুটার। বিমান দুর্ঘটনায় আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, ১১ জন সামান্য আহত হয়েছেন। সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কেমেরোভো অঞ্চলের তানায় এরোড্রোমের কাছে ভেঙে পড়ে দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এন-৪১০ বিমান। ইঞ্জিনে ত্রুটির কারণেই ছোট বিমানটি ভেঙে পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল দশটা নাগাদ বিমানটি ভাঙে পড়ে।

হাসপাতাল থেকে ৫৪ দিন পর বাড়ি ফিরলেন বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া

ঢাকা, ১৯ জুন (হিস.): দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। শনিবার তাঁর গুলশানের বাড়ি বাড়ি ফিরেজায় ফিরলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। করোনা সেরে ফেললে দীর্ঘদিন ক্রিটিক্যাল কেয়ারে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। চিকিৎসার জন্যে তিনি মৌদী-গোয়েল হসপিটাল থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারপর চিকিৎসার পরামর্শে ২৭ এপ্রিল থেকে চলছিল চিকিৎসা। প্রসঙ্গত, গত ১১ এপ্রিল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর গুলশানের বাড়ি ‘ফিরোজা’য় বসতিতে চিকিৎসক টিমের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন খালেদা জিয়া। তারপর চিকিৎসার পরামর্শে ২৭ এপ্রিল থেকে এভারেস্টের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, দুর্নীতির দুই মামলায় দ্বন্দ্ব তিনেক আগে জেলে যেতে হয়েছিল ৭৬ বছর বয়সী খালেদা জিয়াকে। করোনা সংক্রমণ শুরু পর পরিবারের আবেদনে সরকার গত বছর ২৫ মার্চ ‘মানবিক কারণে’ শাস্তিপত্র তাকে সাময়িক মুক্তি দিয়েছে। তারপর থেকেই তিনি গুলশানে নিজের বাড়ি বাড়িতে থাকেন।

জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ ও কোভিডের ত্র্যহস্পর্শে বিপন্ন মানুষ

২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের তাপমাত্রা ১.৫ ছিল সেলসিয়াস কমানোর ব্যাপারে গুটিকয়েক মাতব্বর দেশ ঠিকা নিয়েছিল। তারই আগ বাড়িয়ে ‘নেট জিরো এমিশন’-এ পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। যেমন, আমেরিকা আর ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০৫০ সালে। চীন ২০৬০ সালে। ইথিওপিয়া ৫০০টি বিমানবন্দর ‘নেট জিরো এমিশন’-এ পৌঁছাতে প্রতিজ্ঞা করে স্বাক্ষর করেছিল। যে পরিমান যাত্রী সারা বছর ধরে ওই বিমানবন্দরে যাতায়াত করেন তাতে মাত্র ২৪ এমিশনে লাগাম পরানো যাবে বলে স্থির হয়েছিল। আসলে পরিবেশ সংক্রান্ত পেশায় প্রতিশ্রুতির গোটাটাই ছিল অশুভ সারণ্য। কোভিডের মৃত্যু মিছিলে সেই সত্যই সোচ্চারে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের দিকে তাকালে অবস্থা আরও ভয়াবহ। ২০১৯-এই দেশে ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন শ্রেফ বায়ুদূষণের কারণে। ভারতের মোট মৃত্যুর ১৭-৮ শতাংশ মৃত্যুর কারণ বায়ুদূষণ। অধিকাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী বাতাসে ভাসমান অতিসূক্ষ ধূলিকণা পিএম ২.৫ এবং ওজোন দূষণ যার বৃদ্ধি বর্তমানে ১৩৯.২০। বায়ুদূষণজনিত অকালমৃত্যু, অসুস্থতা বাতাসের কারণে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৬.৮ বিলিয়ন ডলার। বেলাগাম

বায়ুদূষণের প্রাবল্যেই ২০২৪ সালে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিবাক্ষণ পরিণত হতে পারে দুঃস্থপে। দূষণ কমাতে সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিতেও বইতে সুপবন। বায়ুদূষণ ঠেকাতে ১৯৭০ সাল থেকেই আমেরিকা কোমর বেঁধে নোমেছিল। আজ হিসেব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে পরিবেশ উন্নয়নে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগে আমেরিকা ৩০ ডলারের সুফল ঘরে তুলেছে। হেফ সিসা মুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহারেই শিশুদের রক্তে সিসা জনিত দূষণ কমাতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। অর্থনীতি উজ্জীবন পেতে। ভারত ১৯৮৪ সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণে নাড়িয়েছে বাসে এবং স্থাপন করে দ্য ন্যাশনাল গ্রিন এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং প্রোগ্রাম। ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৩৯টি শহরের ৭৭৯টি কেন্দ্রে মাধ্যমে আজ বাতাসের গুণমান নির্ণীত হয়। বাড়ির ভেতরের দূষণ কমাতে ২০১৪ সালে তৈরি হয় উন্নত চুল্লা অভিব্যায়। ২০১৫-তে শহরবাসীর ফুসফুসকে চাপা করতে চালু হল স্মার্ট সিটি মিশন। ২০১৬-তে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। ২০১৯-এ দ্য ন্যাশনাল গ্রিন এয়ার প্রোগ্রাম ১০২টি শহরে ভাসমান ধূলিকণার মাত্রা ২০২৪ সালের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। মোদিজির সব

গজদস্তমিনারি প্রকল্পের মতোই অধিকাংশ পরিবেশ প্রকল্পই জয়ের প্রথম শুভক্ষণেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে হারিনাম সংকীর্ণ শুরু করে। গোটা বিশ্বে আজও তাই ওজোন ও অতিসূক্ষ ধূলিকণাজাত দূষণে সবার ওপরে ভারত। উজ্জ্বলা যোজনার সিলিভার পিছু এক ধাক্কায় ১২৫ টাকার দাম বাড়া ৮৬শতাংশ হতবিরত পরিবার গ্যাসের সিলিভার কিনতে না পেরে ফিরে

গাছ লাগানোর সময় যে সব গাছ লাগানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বট, পেয়ারা, আম, জবা, কদম, করবী, নিম, ভেরেভা এবং ইউক্যালিপটাস। কলকাতার ফুটপাথে পাকা পেয়ারায় বা কদম ফুলে পা পিছনে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে।

যেতে বাধ্য হয়েছে কাঠ বা কয়লা-ধূঁটের অস্থায়ী পরিবেশ যাতক চলায়। অদূরদর্শীতা, তা, সত্তা হাততালি কুড়ানোর অভিজ্ঞতা আর পেশা দারিদের চেহারা এই বিপর্যস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত প্রায় সব প্রকল্প। বায়ুদূষণ শুধু বায়ুদূষণে ফেঁপরা হতে

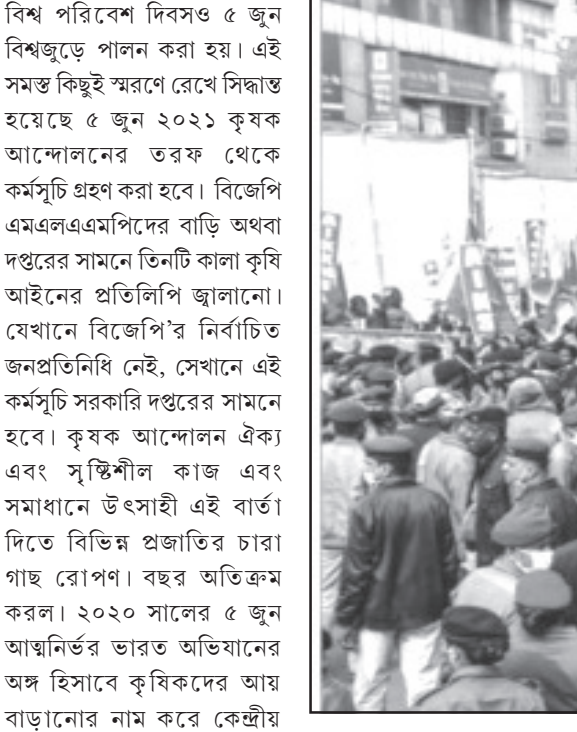
থাকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা। মানবসম্পদের অপূরণীয়, অপচয়ে দেশের সামুদ্রিক উন্নয়নে হয় কুঠারঘাত। বায়ুদূষণে কোভিডের তুলনায় মৃত্যু হার ১৩ গুন বেশি। আসলে অতিসূক্ষ ধূলিকণা পিএম ২.৫ এর ঘাড়ে চেপেই সার্স কোভ-২, ডেল্টা-২০১৯ মাইক্রোপ্রাম যখন হ্রসবেচ্চি সহনশীল মাত্রা ১০ মাইক্রোগ্রাম। লক্ষডাউনের সময় ওজোনের পরিমান। লক্ষডাউনের সময়ে হয়ত কোভিড সংক্রমণ কমেছে কিন্তু বেকর হয়ে যাওয়া মানুষের কাঠ কয়লার আগুনের রান্নার কারণে প্রাণঘাতী বায়ুদূষণকে তালাবন্দি করা যায় নি। ভ্যাকসিনে কোভিডকে নিরস্ত করা গেলেও, বায়ুদূষণ কিভাবে কমেবে তা নিয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। কলকাতার বায়ুদূষণ কমানোর জন্য অনেকেই বিভিন্ন কমেবেচ্চি উদ্যোগের কারণে ২০৩০-এর পরেই পরিষ্কৃতি চলে যাবে হাতের বাইরে। বিজ্ঞানীরাই এমন কথা জানাচ্ছেন। সুতরাং হাতে সময় খুব কম। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের উচিত আজই জলবায়ু নিয়ে সোচ্চার হওয়া, কাল কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। পুনশ্চ হাড় হিম করা সমস্ত তথ্যই দ্য ন্যাশনাল, গ্লোবাল বার্তন অফ ডিজিটাল স্টাডি-২০১৯ এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। (সৌজন্য-ড: সৌজন্যমান)

‘আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো!’

কৃষক মারা কৃষি আইনের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর্বে সংসদ সদস্য এবং বিধায়কদের কৃষি আইনের খসড়া পড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্কৃতি বিষয় মার্চ। ২৮ মে, ২০২১ তারিখে মার্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৫ জুন দিনটি সম্পূর্ণ ক্রান্তি দিবস-হিসেবে পালন করা হবে। ১৯৭৪ সালের এই ৫ জুন দিনটিতেই পাটনার এক বৃহৎ জনসমাবেশ থেকে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পূর্ণ ক্রান্তি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ২০২০ সালের এই ৫ জুন কোভিড লকডাউনের আড়ালে ভারত সরকার তিন কালা কৃষি আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে জারি করেছিল।

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী নিজেদের পছন্দ মতো জায়গায় বিক্রির অধিকার কৃষকদের রয়েছে। এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ঐ দুটি অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেয়। এই পর্যন্ত তো ভালোই প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বাদ রাখা তার রাজসভায় ধর্মানি বাটো পাসের প্রক্রিয়াকরণ দেখে দুই বিতর্কিত কৃষি বিল রাজসভায় ধর্মানিভাতে পাস করানো মোদি সরকার। আর তা নিয়ে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রাজসভা। দিনটা ছিল বোরবার। রাজসভায় বিতর্কিত কৃষি বিল পাস করানো নিয়ে বন্ধ পরিকর

বিবোধী সাংসদরা চিংকার করছেন। বিজেপি সাংসদরা প্রতিবাদ করছেন। সব মিলিয়ে রাজসভায় বেনজির কাণ্ড। এই গোলমালের ছবি রাজসভা টিভিতে দেখানো হয়নি। তখন সম্প্রচার বন্ধ রাখা হয়। বিবোধী সাংসদরাই মোবাইলে তুলতে থাকেন সেই ছবি। দশ মিনিটের বিরতির পর রাজসভা চালু হলে মার্শাল দিয়ে ডেপুটি চেয়ারম্যানের টেবিলও ওয়েল ঘিরে রাখা হয়। তখন হটগোলের মধ্যেই ধর্মানিভাতে বিল পাস হয়। প্রকটা এখানেই গুঠে। যে বিল কৃষকদের সুবিধার জন্য পাস করাচ্ছে শাসকদল সেখানে এমন ধুঁকু মার কাণ্ড কেন?



বিশ্ব পরিবেশ দিবসও ৫ জুন বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়। এই সমস্ত কিছুই স্মরণে রেখে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৫ জুন ২০২১ কৃষক আন্দোলনের তরফ থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিজেপি এমএলএএমপিদের বাড়ি অথবা দপ্তরের সামনে দিনটি কালা কৃষি আইনের প্রতিলিপি জ্বালানো। যেখানে বিজেপি’র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই, সেখানে এই কর্মসূচি সরকারি দপ্তরের সামনে হবে। কৃষক আন্দোলন একা এবং সৃষ্টিশীল কাজ এবং সমাধানে উৎসাহী এই বার্তা দিতে বিভিন্ন প্রজাতির চাষা গাছ রোপণ। বছর অতিক্রম করল। ২০২০ সালের ৫ জুন আয়নির্ভর ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে কৃষকদের আয় বাড়ানোর নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে রাষ্ট্রপতি কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে যুক্ত কৃষকদের কল্যাণে ধার্মিক ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতির জন্য দুটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। অধ্যাদেশ দুটি হল—কৃষক পণ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য (প্রসার ও সুবিধা) অধ্যাদেশ ২০২০। মূল্য নিশ্চয়তা সংক্রান্ত কৃষক সমঝোতা (ক্ষমতায়ন ও গুরুত্ব) এবং কৃষি পরিবেশ অধ্যাদেশ



তখন সংশ্লিষ্ট এই দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারমূলক গতিতে কৃষকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে কৃষক পণ্যের আশুভ রাজ ও রাজ্যের বাইরে বিপণনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি আইন কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকার এ বিষয়টিকে সামনে রেখে স্বীকার করে নেয়, যে উৎপাদিত পণ্য ভালো দামে

ছিল মোদি সরকার। আর বিবোধীরাও আটকাতো মরিয়া ছিলেন। লোকসভায় এই বিল পাস করানোর প্রতিবাদে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে এসে নরেন্দ্র মোদির উপর চাপ আর্বে বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রকাশ সিং বাবলার অকালি দহা। বসন্ত, জেডিইউ, এডিএমকে, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিএসপি ছাড়া আর বিশেষ কোনো দল এই বিল নিয়ে সরকারের পক্ষে

সাংসদরা রলবুক হাতে নিয়ে ওয়েলে নেমে পড়েন। তাঁকে বাধা দেন মার্শালরা। তার পর শুরু হয় প্রবল গলগোল। রলবুক ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। চেয়ারম্যানের আসনের সামনে তিনটি মাইক ভাঙা হয়। নিজের আসনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়েন দুই বিবোধী সাংসদ। মার্শালরা তাঁদের জোর করে নামিয়ে দেন। এক সাংসদকে চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে যান মার্শালরা। বিবোধীরা কি কৃষকদের সুবিধা চায়না? আসল উত্তরটা হল যে বিল নিয়ে শাসকরা এতো কৃষক দরদী তা নিয়ে কিন্তু কৃষকদের মনেই সংশয় আছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রবল ক্ষুদ্র কৃষকরা। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এর ফলে প্রথম কৃষকরা বেশি দাম পেতে পারেন। কিন্তু ক্রমশ একটি বা দুইটি বড় কর্পোরেশনের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ওপড আগরতলা আর. ডি. ব্লকের অর্ন্তর্গত ১২০১ (এক হাজার দুইশত একজন) জন বেনিফিসারী SECC Survey-2021 অনুযায়ী প্রথমমন্ত্রী আপাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের নাম অর্ন্তর্গত থাকে ও, নিজ নিজ গ্রামে অনুপস্থিত থাকায় আপনাদেরকে চিহ্নিতকরণে সঙ্গসঙ্গার কারণে সার্ভের কার্য সম্পূর্ণ পড়াচ্ছে না। তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অবগত করা যাচ্ছে যে এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের (working days) মধ্যে যদি নিম্নোক্ত তালিকায় আপনাদের নাম থাকে থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমাণাদি নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়ত/ভিলেজ কমিটি অফিসে ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY-G অতিরিক্ত নামের তালিকা থেকে অপসারণ করা অন্য উদ্ভিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীকালে সার্ভে করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

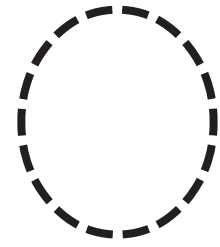
Contact No : 9362620869
email : bdoagartala@gmail.com
Sd/ Block Development Officer
Old Agartala R.D. Block

বিস্তারিত নামের তালিকা: Table with 4 columns: S/N, Name, Father Name, Mother Name, Panch ID. Lists names and family details for various blocks.

Table with 4 columns: S/N, Name, Father Name, Mother Name, Panch ID. Lists names and family details for various blocks.

Table with 4 columns: S/N, Name, Father Name, Mother Name, Panch ID. Lists names and family details for various blocks.

হরেকরকম



হরেকরকম



হরেকরকম

সানি লিওনি- “বেবি ডল” মালিই চাপের প্রেমে পড়েছেন খোদ সানি! হাসির রোল নেটপাড়ায়

দোকানের হোর্ডিংয়ে, কসমেটিক্সের বিজ্ঞাপনে, প্রসাধনী বিজ্ঞাপনে কিংবা হোটেল বা আবাসনের হোর্ডিংয়ে বলিউডের তারকাদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমনকি রেস্টোরারী মেনু থেকে শুরু করে নানারকম পদের নামকরণ হয় এই সেলেবদের নামে। মুম্বইয়ের বিভিন্ন রেস্টোরারী সেলেবদের নামে বিভিন্ন সুস্বাদু পদের নামকরণ করেন মালিকরা। তেমনিই ঘটেছে সানি লিওনির ক্ষেত্রেও। তবে এই রেস্টোরারী মেনুর তালিকায় শুধু সানি নিজে নয়, রয়েছে মিয়া খালিফার নামও।

সানি লিওনির লিপে বিখ্যাত গান বেবি ডল দিয়েও রয়েছে পদের নাম! সম্প্রতি দিল্লির একটি রেস্টোরারী মেনু তালিকার ছবি শেয়ার করেছেন বলিউডের আইটেম গার্ল সানি লিওনি। ছবিতে দেখা গিয়েছে, রেস্টোরারীর নাম সিংস ভেজ গিল মালিই চাপওয়ালে। দোকানের নেমপ্লেটেই রয়েছে মেনুর তালিকা। সেখানেই লেখা রয়েছে, সানি লিওনি চাপ, বেবি ডল চাপ, মিয়া খালিফা চাপ। আর এই ছবি নিয়েই হাসির রোল উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

প্রসঙ্গত, সানি বা মিয়াকে নিয়ে পোস্টার বা হোর্ডিং বানানো কোনও নতুন ঘটনা নয় এর আগেও রাজনৈতিক ও দোকানের নেমপ্লেটে সানি লিওনির নাম জড়িয়েছিল এবং সেই নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অন্য ঘটনা। কোনও মেনুতে সানি লিওনির নাম, কিংবা মিয়া খালিফার নাম জড়ানো বেশ রসিকতার সামিল তাও আবার চাটের নামকরণে! হিউমার থাকলেও বিষয়টি বেশ চটকপারও বটে। তবে এ নিয়ে বেশি ভাবতে নারাজ এই পঞ্জাবি অভিনেত্রী।

চুটিয়ে প্রেম করছেন ক্যাটরিনা কইফ ও ভিকি কৌশল, জানালেন হর্ষবর্ধন কাপুর!



গত এক বছর ধরে বলিউডের অলিতে গলিতে কান পাতলেই জোর ফিসফাস শোনা যাচ্ছে ক্যাটরিনা কইফ এবং ভিকি কৌশলকে ঘিরে। তাঁরা যে সম্পর্কে রয়েছেন একথাও ঠারোঠারে প্রায় গোটা বলিউড স্বীকার করে নেবে এই দু’জনের মুখ থেকে পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে টু শব্দটুকু শোনা যায়নি। তবে এবার বুলি থেকে বিভ্রাল বেরিয়েই পড়লো। সম্প্রতি, এক সাক্ষাতকারে কথার ফাঁকে হর্ষবর্ধন কাপুর স্বীকার করে নিলেন যে সম্পর্কে রয়েছেন ভিকি এবং ক্যাট!

সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বের ফাঁকে হর্ষবর্ধনকে জিজ্ঞেস করা হয় সাম্প্রতিক সময়ে টিনসেল টাউনের অন্তত এমন একটি জুটির নাম বলতে যারা পরস্পরের সঙ্গে সত্যিকার—এর সম্পর্কে রয়েছেন অথচ তা স্বীকার করেন না। একমুহূর্ত না ভেবে হর্ষবর্ধন জবাব দেন “ভিকি এবং ক্যাটরিনা!” তার পরেই হাসতে হাসতে প্রশ্নকর্তাকে তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, “আচ্ছা, এই যে ব্যাপারটা আমি ফাঁস করে দিলাম তার জন্য বিপদে পড়ে যাবো না তো?” অবশ্য নিজেই এরপর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, “অবশ্য এটা তো এখন বেশ খুললাম খুল্লা ব্যাপার। সবাই বুঝতে পারছে ওদের ব্যাপারটা।” তবে জানিয়ে রাখা ভালো, এখনও

পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কের কথা পেওকাশ্যে একটিব্যবহারে জন্মও স্বীকার করেননি ক্যাট কিংবা ভিকি। গত বছর দেওয়া এক সাক্ষাতকারে ভিকিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব ছিল তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একটা পর্যায় পর্যন্ত আড়ালে রাখতে চান। কারণ একবার এ বিষয়ে মুখ খুললেই শুরু হয়ে যাবে নানান রসালো আলোচনা। তাঁর বলা কথা থেকে হয়তো নিত্যানতুন মানেও বের করতে পারে অনেকে। তাই সেসবের মধ্যে তিনি যেতে চান না, সাফ জানিয়েছিলেন ভিকি। কিছুদিন আগে প্রায় একই সময়ে করোনায় থেকে সেরে উঠেছেন ভিকি এবং ক্যাটরিনা। গত ৫ এপ্রিল নিজের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর নেটমাধ্যমে জানিয়েছিলেন “উরি” অভিনেতা। ঠিক তার একদিন পরেই ৬ এপ্রিল নেটমাধ্যমে নিজের করোনায় আক্রান্তের খবর জানিয়েছিলেন ক্যাটরিনাও। আবার ওই মাসের ১৬ তারিখে করোনায় নেগেটিভ হয়েছিলেন এই তারকা অভিনেতা। অন্যদিকে, ১৭ তারিখ করোনায় মুক্ত হয়েছিলেন ক্যাটরিনাও।

শত বাধা পেরিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্নাতক হলেন ঋতাভরী

বাধা ভাঙা উচ্ছ্বাস মা, মেয়ের মুখে। হবে নাই বা কেন। শত বাধা উপেক্ষা করেই নিজের স্বপ্নপূরণে অটল থেকেছেন তিনি। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্নাতক হলেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন সুখবর। ডাচুয়ালি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও হাজির হয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের বিষয়ে অর্থাৎ “অস্ট্রি ফর ক্যামেরা প্রোগ্রাম”—এ সেরার শিরোপা জিতে নিয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ঋতাভরী। কিন্তু গতবছর থেকে একের পর এক বাধা, মানসিক চাপ, শরীরে অস্ত্রোপচার, করোনায়, সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত হলেও, অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন তিনি। গত এক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস অনলাইনেই হয়েছে। তাই

হাসপাতালে শুয়ে থেকেও সকালে উঠেই ক্লাস করতেন তিনি। নিজের অভিনয়ের জগতের মতোই পড়াশোনায় অহেলা করেননি তিনি। ঋতাভরীর মতে, তিনি স্নাতক হবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু সেরার শিরোপা পাবেন সেটা তাঁর কল্পনাতীত। ঋতাভরীর মতেই তাঁর মাস্তুরপা স্যান্যালও মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। নিজেও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাই আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের জন্য একাধিকবার এগিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী। কখনও পৌঁছে দিয়েছেন ত্রাণ। কখনও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে হেল্পলাইন চালু করেছেন তিনি। ফলে তাঁর সাফল্যে অনুগামীরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

মন শান্ত করতে কোন যোগাসন করা উচিত? নতুন ভিডিওয় কী শেখালেন শিল্পা শেটি



মাঝে মাঝে মন শান্ত করতে একটু বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। তবেই জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারব আমরা। এমনটাই মত অভিনেত্রী শিল্পা শেটির। তাঁর ইনস্টাগ্রামের নতুন ভিডিওয় কী ভাবে যোগাসনের মাধ্যমে মন শান্ত করা সম্ভব, তা শেখালেন অনুগামীদের। শরীরচর্চা নিয়ে শিল্পার নিষ্ঠার সুখ্যাতি বরাবরই। কী ভাবে তাঁর জিপছিপে শরীর ধরে রেখেছেন, সেই নিয়ে প্রবল কৌতূহল অনুগামীদের। তাই তাঁরা ইনস্টাগ্রামে নিয়মিত শিল্পার সব শরীরচর্চার ভিডিও দেখেন। সন্ধান হওয়ার পর থেকেই যোগব্যায়ামে ভরসা রেখেছেন শিল্পা। বহু ভিডিও বানিয়েছেন যোগ নিয়ে। ইদানীং ইনস্টাগ্রামেও কিছু ভিডিও দিয়ে থাকেন তিনি। সম্প্রতি পার্শ্ব সুখাসনে কী করে করতে হয়, তাই শেখালেন শিল্পা। পাশাপাশি তিনি জানালেন, আশান্ত মনকে শান্ত করা প্রয়োজন এই অতিমারির পরিস্থিতিতে। তাই কোনও কোনও দিন অন্য কাজ না করে দু’দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এই আসন তার জন্য আদর্শ। জমে থাকা সব রকম মানসিক চাপ ধীরে ধীরে মুক্ত করে সুস্থায় বজায় রাখতে সাহায্য করে। যখনই হাতে একটু সময় থাকবে, তখনই এই আসন করে নেওয়া যায়। এই আসনের কিছু শারীরিক উপকারিতাও রয়েছে। গলা, ঘাড় এবং পিঠের মাংসপেশিগুলো স্টেচ করতে সাহায্য করে পার্শ্ব সুখাসন। মফসলের মানুষের অসুবিধা না হলেও শহরের লোকজন যে খুব একটা স্বস্তিতে নন, তা পরিষ্কার। যেমন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক কুকুর-প্রশিক্ষক জানালেন তাঁর আশঙ্কার কথা। সব মিলিয়ে এটি পরিবারের কুকুরের প্রশিক্ষণ, যত্নআত্তির দায়িত্বে আমি। তাদের মধ্যে ২টিকে সকালে পার্কে হাঁটাতে নিয়ে যাই। ৩টিকে বিকেল-সন্ধ্যায়। সকালের ২টি সপ্টলেকে, বিকেলের ৩টি ফুলবাগানে। কী

করব বুঝতে পারছি না, দৃষ্টিস্তা তাঁর গলায়। টিকার একটি ডোজ পেয়েছেন। কিন্তু দু’টি ডোজ এখনও পাননি এই কুকুর-প্রশিক্ষক। বড় চেহারার কুকুরদের নিয়মিত হাঁটা হাঁটি করানো দরকার। যিনি পার্কে হাঁটাতে নিয়ে যাবেন, তিনি টিকার দু’টি ডোজ না পেয়ে থাকলে, এই কাজে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তা বলে কুকুরের শরীরচর্চা বন্ধ করলে চলবে না। এমনই মত পশুচিকিৎসক দেবশিশু দত্তের। তাঁর মতে, “এমন পরিস্থিতিতে ছাদে জায়গা থাকলে কুকুরের সঙ্গে খেলা করুন। সকালে আধ ঘণ্টা, বিকেলে আধ ঘণ্টা। ছাদে না হলে খালি ঘর বা বাড়ির সামনে উঠানো। একটা জায়গা বের করে এই কাজটা করতে হবে। আর দরকার হলে বাড়ির সামনে রাস্তায় ওকে নিয়ে হাঁটাতে পারেন। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। বজায় রাখতে হবে সামাজিক দুরত্বও।”

টিকার দু’টি ডোজ না হলে পার্কে ঢোকা যাবে না, কুকুরের স্বাস্থ্য নিয়ে বিপদে মালিকেরা

পার্ক হাঁটতে গেলে করোনায় টিকার দু’টি ডোজই নিতে হবে। সোমবার এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের বাড়ির পোষা কুকুরকে পার্কে হাঁটতে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে কতটা স্বস্তিতে? বিরতি অঞ্চলের বাসিন্দা প্রবাল সাহা। বাড়িতে গত ৭ বছর ধরে রয়েছে পোন্ডেন রিট্রিভার প্রজাতির এক সারমেয়। একটু হাঁটা হাঁটি না করলে রিট্রিভার জাতের কুকুরদের শরীরে প্রচুর মেদ জমে যায়। এই

ঘটনায় কী বলছেন প্রবাল? “আমাদের এ দিকে বেশ কয়েকটি মাঠ আছে। তার প্রতিটা ঢোকায় মুখে টিকার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে, এমনটা নয়। বেশি সংখ্যায় মাঠ হওয়ায় কোনওটাতেই খুব বেশি ভিড় হয় না। তাই সামাজিক দুরত্ব নিয়েও অসুবিধা নেই। প্রতিদিনই আমরা পোষাক মাঠে নিয়ে যাই। মনে হয় না, এতে মফসলের মানুষের খুব একটা অসুবিধা হবে, বলছেন তিনি।

গরমে আরামদায়ক কাপড়



গরমে সূতির পোশাক বেশ আরামদায়ক। মডেল: বারা। ছবি: আসাদুজ্জামান প্রামানিক। শুধু সূতি নয়, লিনেন বা সিল্ক কাপড়ও গরমে স্বস্তি দেয়। গরমে পোশাক হতে হবে আরামদায়ক। সহজে খাম শুবে নেয়, বাতাস চলাচলে সক্ষম, ওজনে হালকা এবং তাপ থেকে সুরক্ষা দেয়- এমন তন্তুর পোশাক নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ‘বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প বিভাগ’য়ের সহকারী অধ্যাপক শাহমিনা রহমান বলেন, “এই সময়ে সূতি, লিনেন, সিল্ক, পাতলা খাদি ইত্যাদির পোশাক বেশ আরামদায়ক। তাছাড়া, এই সকল তন্তুর যত্ন নেওয়াও বেশ সহজ।” গরমের মৌসুমে পোশাকের রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে হালকা রং বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। গাঢ় ও কালো রংয়ের কাপড় তাপ

শোষণ করে বেশি। তাই গরম বেশি লাগে। অন্যদিকে, হালকা রংয়ের তাপ শোষণ ক্ষমতা কম ও চোখে দেখতেও প্রশান্ত লাগে। গরমে ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি তন্তু সম্পর্কে জানানো হল। সূতি: গরমে সবচেয়ে আরামদায়ক প্রাকৃতিক তন্তু হল সূতি। এটা উচ্চ শোষণ ও বায়ুচলাচল ক্ষমতা সম্পন্ন। ওজনেও হালকা। গরমে হালকা রংয়ের সূতির ও বয়নশিল্প বিভাগ’য়ের সহকারী সহজেই যে কোনো জায়গা পরে যাওয়া যায়। তাছাড়া সূতি কাপড় পরিষ্কার করা সহজ ও সময় সাশ্রয়ী। সিল্ক: প্রাকৃতিক তন্তু সিল্ক গরমে নিদর্শিত তন্তু নয়। এটা ওজনে হালকা ও সহজে বহনযোগ্য। এছাড়া সিল্ক ও সূতির মিশ্র তন্তুও বেছে নিতে পারেন। খাদি: এই কাপড় গরমের জন্য বেশ আরামদায়ক ও যত্ন নেওয়াও

সহজ। তবে খাদি পাতলা হতে হবে। এটা সাধারণত নরম ও তিলেঢালা হয়ে থাকে এবং সহজে বাতাস চলাচলে সহায়তা করে। খাদির তিলেঢালা পোশাক, পাজামা ইত্যাদি গরমকালে বেছে নিতে পারেন। শামসে: যদি ডেনিম পছন্দ করেন তবে তাহলে গরমে শামসে তন্তু বেছে নেওয়া যেতে পারে। এটা ওজনে হালকা ও উচ্চ শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন। এই তন্তুর বুনন জোরালো ও ডেউ খেলানো। গরমে আরাম পেতে এর তৈরি শার্ট বা অন্য যে কোনো পোশাক পরতে পারেন। লিনেন: সবচেয়ে বেশি বায়ু চলাচলে সক্ষম এই তন্তু। এটা ওজনে হালকা এবং খাম শোষণ ক্ষমতা বেশি। গরমে লিনেনের পাজামা, শার্ট, টপস, কুর্তা ইত্যাদি বেশ আরামদায়ক।

তাপ থেকে চুলের ক্ষয় প্রতিকারের আছে উপায়



তাপীয় যত্ন ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত চুল প্রতিকারের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক পন্থা। সোজা কিংবা কঁকড়া করা-চলতি ফ্যাশনের সঙ্গে ভাল মেলাতে গিয়ে চুলে নানান স্টাইল করতে হয়ত ব্যবহার করছেন ‘স্ট্রেইটনার’ বা ‘কার্লার’। তাপ প্রয়োগ করে চুলের নকশা পাল্টাতে যত ধরনের যত্ন আছে সবগুলো ব্যবহারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় চুল। টাইমস অফ ইন্ডিয়া’তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি প্রসাধনী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘মিকামি ইন্ডিয়া’র সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌম্য আছজা বলেন, “চুল ভালো রাখতে এতে কোনো তাপীয় যত্ন ব্যবহার করবেন না। এটা কেবল চুলের উজ্জ্বলতাই নষ্ট করে না পাশাপাশি দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে।” যদিও ‘স্টাইলিং টুলস’গুলো চুলের গ্ল্যামার বাড়ায়। তবে সেটা উপর দিয়ে ভেতরে যা ক্ষতি করে তা হল- ভুড়ুর চুল, শুষ্কতা এবং আগা ফটার সমস্যা। আর এই ধরনের সমস্যা নিরসনে প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর ভরসা রাখা জানান সৌম্য।

আলো ভেরার জেল শুরু চুলের সবচেয়ে ভালো মাস্ক হিসেবে কাজ করে। এর প্রদাহ নাশক উপাদান মাথার ত্বকের জলুনি কমায়। চুল আর্দ্র রাখতে আলো ভেরা ‘ডিপ কন্ডিশনার’ হিসেবে কাজ করে। নিয়মিত তেল ব্যবহার চুল ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি হল ‘তেল’। নিয়মিত তেল দেওয়া চুলের দুর্বলতা দূর করে

ও শুষ্ক ভাব কমায়। তেল দেওয়া চুলের ‘ফলিকল’কে মজবুত করে, মাথার ত্বক সুস্থ রাখে। আর চুল আর্দ্র ও মসৃণ করতে সহায়তা করে। জেলোটিন খাটি জিলেটিন চুলের ভিটামিন দিয়ে তৈরি প্রসাধনী নির্মাতা চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং মসৃণ ও উজ্জ্বলতা আনে। গরম পানিতে জেলোটিন মিশিয়ে, সঙ্গে তেল যোগ করে চুল করবেন না। এটা কেবল চুলের উজ্জ্বলতাই নষ্ট করে না পাশাপাশি দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে তোলে। যদিও ‘স্টাইলিং টুলস’গুলো চুলের গ্ল্যামার বাড়ায়। তবে সেটা উপর দিয়ে ভেতরে যা ক্ষতি করে তা হল- ভুড়ুর চুল, শুষ্কতা এবং আগা ফটার সমস্যা। আর এই ধরনের সমস্যা নিরসনে প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর ভরসা রাখা জানান সৌম্য। আলো ভেরার জেল শুরু চুলের সবচেয়ে ভালো মাস্ক হিসেবে কাজ করে। এর প্রদাহ নাশক উপাদান মাথার ত্বকের জলুনি কমায়। চুল আর্দ্র রাখতে আলো ভেরা ‘ডিপ কন্ডিশনার’ হিসেবে কাজ করে। নিয়মিত তেল ব্যবহার চুল ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি হল ‘তেল’। নিয়মিত তেল দেওয়া চুলের দুর্বলতা দূর করে

নেটমাধ্যমে ফের তরজা রোশন-শ্রাবস্তীর, অভিনেত্রীর দাবি, “হারছি না”



তারকা সম্প্রতিদের নেট-কাজিয়া কিন্তু চলছেই। কখনও নুসরত জাহান-নিখিল জৈন তো কখনও শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়-রোশন সিংহ। মঙ্গলবার গভীর রাতে তারই আভাস মিলেছে শ্রাবস্তী-রোশনের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে। কিছু দিন আগেই আন্দোলনের ডিজিটালকে রোশন সিংহ জানিয়েছিলেন, তিনি শ্রাবস্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন করে সংসার করতে চান। এ বার সেই মন্তব্যকেই হাতিয়ার বানিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে রোশন লিখেছেন, “তোমাকে ফিফটি-ফিফটি জেতার সুযোগ করে দিলাম। তুমি তাও হারছ!” এই মন্তব্যটি কিন্তু কোনও বিশেষ ব্যক্তির জনপ্রিয় উক্তি নয়। ইনস্টাগ্রাম স্টোরি বলছে, এটি

রোশনের নিজস্ব ভাবনা! এই মন্তব্য করে রোশন কি শ্রাবস্তীর নির্বাচনে হেরে যাওয়াকেও কটাক্ষ করলেন? জানার উপায় নেই। তবে এই একটি মন্তব্যই নয়। একই সঙ্গে “সম্পর্ক” বলতে রোশন কী বোঝেন, সেটাও তিনি জানিয়েছেন তাঁর আরেকটি পোস্টে। সেখানে তিনি কী বলেছেন? তাঁর দাবি, বানান ভুলে ভরা একটি মন্তব্য যেমন কাছের মানুষ সহজেই পড়তে পারেন, সম্পর্কও তেমনি একটি বিষয়। যতই তাতে ঝড় উঠুক প্রিয়জন সব মামলে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে চলে। অর্থাৎ, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে তিনি যে এখনও শ্রাবস্তীর সঙ্গেই থাকতে আগ্রহী সেটাও যেন প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন। যদিও

এই নিয়েও নিম্নকদের দাবি, খোরপোষের ব্যামেলা এড়াতেই নাকি এই পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী রোশন। শ্রাবস্তীও কি এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী? আগের দিন রোশনের বলা কথার জবাবে কিছুই বলেননি অভিনেত্রী। মঙ্গলবার রাতে তিনি মুখে খুলেছেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে “স্ট্যাচু অব লিবার্টি”র একটি ছবি ভাগ করে মন্তব্যে লিখেছেন, “কিছু মানুষ সারাক্ষণ ওত পেতে এটা দেখেন, তুমি হারছ কিনা। আমি কিন্তু জিতছি!” কী ভাবে জিতছেন অভিনেত্রী? রোশন তাঁর কাছে ফিরতে চাইছেন, এই পদক্ষেপকেই কি নিজের জয় বলে মনে করছেন তিনি?

Table with 3 columns: S.No, Name, and Address. Contains names and addresses for various individuals, including family members and community members.

Table with 3 columns: S.No, Name, and Address. Contains names and addresses for various individuals, including family members and community members.

Table with 3 columns: S.No, Name, and Address. Contains names and addresses for various individuals, including family members and community members.



কোবিন্দ থেকে মোদী, মিলখা-প্রয়াণে শোকসুত্র অনেকেই

নয়া দিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.): কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও, করোনা-পরবর্তী সমস্যায় ভুগছিলেন কিংবদন্তি দৌড়বিদ মিলখা সিং। শুক্রবার রাতে চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী কিরণ রিজিজু খোঁকে শুরু করে একাধিক রাজনৈতিক নেতাও শোকপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি : শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, 'স্পোর্টিং অফিস মিলখা সিংয়ের প্রয়াণ হৃদয়কে দুঃখে ডুবিয়ে তুলল। তাঁর সংগ্রাম ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রেরণা

প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে শোক-বার্তায় জানিয়েছেন, 'মিলখা সিংয়ের প্রয়াণে আমরা এক বিশাল ক্রীড়াবিদকে হারালুম, যিনি দেশের স্বপ্নকে ধরে তে পেরেছিলেন। অসংখ্য ভারতীয়র হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত তাকে কোটি কোটি মানুষের মনে জায়গা করে দিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকহত।' আরও

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে টমে জিতে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠাল নিউজিল্যান্ড

সাঁউদাম্পটন, ১৯ জুন (হি.স.): শুরু হল বহু প্রতীক্ষিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। এদিন টমে জিতে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামেন রোহিত ও গিল। বোলিং শুরু করেন সাউদি। প্রথমবার টেস্টের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে সাউদাম্পটনে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। অবিরাম বৃষ্টির জন্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম দিনের খেলা ভেঙে যায়। এমনকি টস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় দিনের সকালে সূর্যের দেখা মিললেও বৃষ্টির পূর্বভাব রয়েছে দ্বিতীয় দিনেও। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আপাতত দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টি হয়নি। তাই খেলা নির্ধারিত

সময়ে শুরু হয় শনিবার নির্ধারিত সময়ে হয় টস। টমে জিতল নিউজিল্যান্ড। কেন উইলিয়ামসন প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত শুরুতে ব্যাটিং করবে। শুরুতে বোলিং করতে চেয়েছিল ভারতও। অধিনায়ক বিরাট কোহলি মেনে নেন যে, ভারতও শুরুতে বোলিং করতে চেয়েছিল। তবে ব্যাটিং করতে হওয়ায় অশ্বিন নন তিনি। কোহলি আরও বলেন, 'বড় ফাইনাল। যত বেশি সম্ভব স্কোরবোর্ডে রান তুলতে হবে। আমাদের দু'দিন স্পিনার যে কোনও পরিবেশে ভালো পারফর্ম করতে পারে।' ভারত ম্যাচের শুরুতে ব্যাটিং করেছিল। কিন্তু প্রথম ১৫ মিনিটেই গোল থেকে মুখ খুলে ফেলে আর্জেন্টিনা। বি-দিক থেকে অনবদ্য সেন্টার করেন মেসি। আর তাতে দ্রুত হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন উইকেট রভরগেজ। এর পর প্রথমার্ধ জুড়ে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলা

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ১৯ জুন (হি.স.): ইংল্যান্ডের জয়ের পথে কীটা হয়ে দাঁড়াল স্কটল্যান্ড। শুক্রবার রাতে মর্দ্যাদার লড়াইয়ে একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েও জিততে পারলেন না ফিল ফডেনার। ইউরোর প্রথম ম্যাচে বিশ্বকাপে রানার্স ক্রোয়েশিয়াতে ১-০ হারালেও এদিন হারি কেনের ব্যর্থতায় জয়ের মুখ দেখতে পেল না ইংল্যান্ড। শুক্রবার ওয়েস্টহিল স্টেডিয়ামে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসংখ্য সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়ে ইংল্যান্ড। জন স্টোনসের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে। স্কটল্যান্ডেরও নিশ্চিত গোল বাঁচান ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। এই ড্রয়ের ফলে দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে ডি গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকল ইংল্যান্ড। শেষ বোলোয় যোগ্যতা অর্জনের আশাও আপাতত অর্পণ থাকল স্টার্লিংদের।

কোপায় দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের স্বাদ মেসিদের, উরুগুয়েকে হারাল আর্জেন্টিনা

ব্রাসিলিয়া, ১৯ জুন (হি.স.): কোপা আমেরিকায় অবশেষে জুলে উঠল উইনেল মেসির আর্জেন্টিনা। চিলির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের পর দ্বিতীয় ম্যাচে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল তারা। মেসির পাস থেকে উইকেট রভরগেজের এক মার গোলে সুয়ারেজের উরুগুয়েকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পেলে আর্জেন্টিনা। কোপার শুরু থেকেই দুর্বল কর্মে রয়েছে নেইমারের ব্রাজিল। গোল করে এবং করিয়ে এখনও পর্যন্ত দুটি

চলতে থাকে। কিন্তু উরুগুয়ে গোল শোধ করতে পারেনি। উলটোদিকে, একক প্রয়াসে বারংবার ক্লাব দলে নিজের প্রাক্তন সতীর্থ সুয়ারেজের দলকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি মেসি। গোডিন-জিমেনিজের রক্ষণ ব্যর্থতার আঁকে যেতে হইতে থাকে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ায় উরুগুয়ে। গোলশোধের মরিয়া চেষ্টা করতে থাকেন সুয়ারেজের। উলটোদিকে ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করেন মেসি। কিন্তু কোনও দলই নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যে সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত ১-০ ব্যবধানেই উরুগুয়েকে পরাস্ত করল আর্জেন্টিনা।

মিলখা সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে সাউদাম্পটনে হাতে কালো ব্যান্ড বেঁধে মাঠে নামলেন বিরাটরা

নয়া দিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.): কিংবদন্তি আর্থলিট মিলখা সিংকে শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার সাউদাম্পটনে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা হাতে কালো ব্যান্ড বেঁধে মাঠে খেলছেন বলে বিবিসিআই থেকে টুইট করে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। সাউদাম্পটনের এজিয়েস ফোলে শুরু হল আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। বৃষ্টিতে প্রথম দিনের খেলা ভেঙে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনে নিশ্চিত সময় শুরু হলো কাপ যুদ্ধ। ভারত যোষিত প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রেখেই শনিবার মঙ্গলবে নামল। এদিন টমে জিতে নিউজিল্যান্ডের কাপ্টেন কেন উইলিয়ামসন। তিনি বিরাট কোহলিদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রোহিত শর্মা ও শুভমন গিলের জুটিতে ভারত ব্যাট শুরু করে। শুক্রবার রাতেই প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তি আর্থলিট মিলখা সিং। এক মাসের ওপর ক্রিকেটের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত জীবনের ট্রাক থেকে ছিটকে গেলেন দেশের অলিম্পিয়ান আর্থলিট। মিলখাকে শ্রদ্ধা জানাতেই এদিন বিরাটরা হাতে কালো ব্যান্ড বেঁধে মাঠে নামেন।

মিউনিখ, ১৯ জুন (হি.স.):

ইউরোর 'এফ' গ্রুপের রন্ধস্বাস লড়াইয়ে মিলখার রাতে মুখোমুখি হচ্ছে পর্তুগাল এবং জার্মানি। গ্রুপের তিন দাবিদারই পর্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্মানি শেষ বোলোয় পৌঁছেতে মরিয়া। হান্সেইলি হারিয়ে যাত্রা শুরু করে গণ বারের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই ফ্রান্সের কাছে ০-১ হেরে গিয়েছে জার্মানি। শেষ বোলোয় খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য শনিবারের ম্যাচ

ইউরোর 'এফ' গ্রুপের রন্ধস্বাস লড়াইয়ে মুখোমুখি পর্তুগাল এবং জার্মানি

জিততেই হবে থোমাস মুলারদের। আবার পর্তুগালকে কাছেও এই ম্যাচের ওরফু শুধু জার্মানি। জার্মানির বিরুদ্ধে জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শেষ বোলোয় খেলা নিশ্চিত করতে মরিয়া ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। কারণ, পর্তুগালের শেষ ম্যাচ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। মিউনিখে পর্তুগাল-জার্মানি ম্যাচে শর্মা আর্কর্ষিত অবশ্যই রোনাল্ডো বনাম মুলার দ্বৈরথ। প্রথম জন হান্সেইলির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে শেষ মুহূর্তে জোড়া গোল করে কিংবদন্তি মিশেল প্লাতিনির নজির ভেঙে

মিলখা সিংয়ের প্রয়াণে শোকবার্তা বলিউডের

মুম্বই, ১৯ জুন (হি.স.): ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে চতুর্থ হয়েছিলেন মিলখা। পদক না পেলেও ভারতের পতাকা যেন তিনিই উঁচু করে দিয়েছিলেন বিশ্ব মঞ্চে। তাঁর মৃত্যুতে শুধু ক্রীড়া জগত নয়, শোকের ছায়া বলিউডেও। শাহরুখ খান টুইট করে লেখেন, 'উড়ন্ত শিখ আর আমাদের মধ্যে নেই, তবুও তাঁর অন্তিম অঙ্গীকার করা যাবে না। আমার অনুপ্রেরণা, লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা। ভাল থাকবেন মিলখা সার।' আফসোস করছেন অক্ষয় কুমার। টুইট করে লেখেন, 'মিলখা সিংহের মৃত্যুতে শোকহত। রুপোলি পর্দায় তাঁর চরিত্রে অভিনয় না করতে পারার দুঃখ আমার সারা জীবনের।' অমিতাভ বচন লেখেন, 'গভীর ভাবে শোকহত। ভারতের গর্ব, দারুণ দৌড়বিদ, আরও ভাল মানুষ, মিলখা সিংহ চলে গেলেন।' শোকহত রবিনা টেন্ডন, তাপসি পাসু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, রীতেশ দেশমুখ, অনুপম খেরও।

PNIT NO: ePT16/EE/RD/IV/KCP/2021-22 Dt. 18.06.2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to **11.00 AM on 29.06.2021** for 03 (Three) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit <https://tripuratenders.gov.in> or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1070/2021-22

PNIT NO: ePT15/EE/RD/IV/KCP/2021-22 Dt. 17.06.2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to **11.00 AM on 25.06.2021** for 02 (Four) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit <https://tripuratenders.gov.in> or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1069/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No.-04/EO/TRRDA/2021-22 date: 16/06/2021
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for construction of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the district of Dhalai for 2 number of packages (2 road works & 3 LS Bridges) with estimated cost for T806.17 lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway / Other State PWD/Central & State Public Sector undertakings.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 16/06/2021 (dd/mm/yyyy) Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: 06/07/2021 upto 1500 HRS. For further details please log on to www.pmgstenderstrp.gov.in
Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala
ICA-C-1064/2021-22

ইউরোর 'এফ' গ্রুপের রন্ধস্বাস লড়াইয়ে

মুখোমুখি পর্তুগাল এবং জার্মানি

মিউনিখ, ১৯ জুন (হি.স.): ইউরোর 'এফ' গ্রুপের রন্ধস্বাস লড়াইয়ে মিলখার রাতে মুখোমুখি হচ্ছে পর্তুগাল এবং জার্মানি। গ্রুপের তিন দাবিদারই পর্তুগাল, ফ্রান্স ও জার্মানি শেষ বোলোয় পৌঁছেতে মরিয়া। হান্সেইলি হারিয়ে যাত্রা শুরু করে গণ বারের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই ফ্রান্সের কাছে ০-১ হেরে গিয়েছে জার্মানি। শেষ বোলোয় খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য শনিবারের ম্যাচ

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে দুই

ওপেনারকে হারিয়ে চাপে ভারত

সাঁউদাম্পটন, ১৯ জুন (হি.স.): সাউদাম্পটনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম দিনেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে চাপে ভারত। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ভারত প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৬৯ রান তুলেছে। তারা দিনের প্রথম সেশনে ২৮ ওভার ব্যাট করে। রোহিত শর্মা (৩৪) ও শুভমন গিল (২৮) রান করে আউট হন। ১টি করে উইকেট নেন স্পিনার ও ওয়াগনার। প্রথমবার টেস্টের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে সাউদাম্পটনে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। অবিরাম বৃষ্টির জন্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম দিনের খেলা ভেঙে যায়। এমনকি টস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে শনিবার

পাঁচের পাজির পর	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1001	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1002	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1003	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1004	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1005	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1006	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1007	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1008	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1009	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1010	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1011	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1012	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1013	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1014	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1015	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1016	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1017	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1018	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1019	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1020	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1021	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1022	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1023	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1024	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1025	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1026	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1027	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1028	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1029	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1030	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1031	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1032	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1033	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1034	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1035	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1036	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1037	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1038	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1039	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1040	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1041	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1042	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1043	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1044	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1045	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1046	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1047	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1048	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1049	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1050	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1051	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1052	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1053	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1054	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1055	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1056	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1057	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1058	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1059	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1060	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1061	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1062	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1063	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1064	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1065	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1066	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1067	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1068	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1069	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1070	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1071	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1072	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1073	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1074	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1075	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1076	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1077	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1078	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1079	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1080	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1081	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1082	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1083	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1084	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1085	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1086	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1087	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1088	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1089	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1090	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1091	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1092	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1093	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1094	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1095	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1096	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1097	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1098	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1099	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI
1100	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI	AFRICKI TANTI



বিজেপি বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এলাকার বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া হয় বাড়ি বাড়ি। ছবি নিজস্ব।

করোনা সংক্রমণের জেরে ক্ষতি হচ্ছে মস্তিষ্ক, দাবি গবেষণায়

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণের জেরে ক্ষতি হচ্ছে মস্তিষ্ক। করোনার উপসর্গ যদি হালকাও হয়ে থাকে তাও এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে মস্তিষ্কে। সম্প্রতি ব্রিটেনে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে এমনটাই দাবি করা হয়। সেই গবেষণাতেই দাবি করা হয়, মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেটের প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে দাবি করা হয়, করোনা সংক্রমণের জেরে ক্ষতি হচ্ছে গ্রে ম্যাটারের। শুধু তাই নয়, করোনার প্রভাব পড়তে পারে হৃদযন্ত্রেণ্ড। আক্রান্ত রোগীর স্মৃতিভ্রমের মতোও সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের উপরেও এর প্রভাব পড়তে পারে। সাধারণত মনসংযোগের অভাব বা অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এদিকে করোনার জেরে অনেকদিন জ্বর থাকলে

বা দীর্ঘদিন অস্বাভাবিক সাপোর্টে থাকতে হলে এই সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ব্রিটেনবাসীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বাতায়নী তথ্য মজুত থাকে ইউকে বায়োব্যাক নামক এক সংস্থার কাছে। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ায় এই সংস্থা ৪০ হাজার মানুষের মস্তিষ্কের স্ক্যান পরীক্ষা করেছিল। এদের মধ্যে খারাপ করোনা সংক্রমিত হন, তাঁদের মস্তিষ্কের ফের একবার স্ক্যান করানো হয়। সেই সব রোগীদের মধ্যে থেকে মোট ৭৮২ করোনা আক্রান্তের উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা গিয়েছে, অধিকাংশের গ্রে ম্যাটারের ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ মগজু ক্ষয়ে গিয়েছে। এছাড়াও ফুসফুস, কিডনি, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, চোখ, হৃদকের মতো অঙ্গও প্রভাবিত হতে পারে করোনার জেরে।

রেগার কাজ নিয়ে মুঙ্গিয়াকামীতে ধুমুয়ার কাউ নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুন। একদিকে এম জি এম রেগা কাজের দুর্নীতি অন্যদিকে যারা শ্রমিকরা রেগা কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন। এই দুয়ের মধ্যে রেগা শ্রমিকরা কোন কুল কিনারা পাচ্ছে না। ফের একবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের দক্ষিণ মহারানী এডিসি ভেলিজের ৩ নং ওয়ার্ডে রেগা শ্রমিকরা রেগার কাজ করতে গিয়ে বাঁধা দেয় মুঙ্গিমৈয় কয়েকজন রাজনৈতিক লোকদের দ্বারা। এবং এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রেগা শ্রমিক মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়। রেগা শ্রমিকরা কাজ না করেই বাড়ি মুখি হতে হয়েছে। মুঙ্গিয়াকামী ব্লক থেকে ১০ দিনের রেগার কাজ বের হয়। সেই কাজের বরাদ্দ অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে দুদিনের কাজ করে রেগা শ্রমিকরা। শনিবার রেগা শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে মুঙ্গিমৈয় কয়েকজন রাজনৈতিক দলের যুবকরা কাজ করা অবস্থায় মহিলাদের কাজে বাধা দেয়। রেগা শ্রমিকদের অভিযোগ তাদের ওপর হামলা করার জন্য ওই যুবক গুলি প্রস্তুত নেই। পরে মুঙ্গিয়াকামী থানার দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার চন্দন দেববর্মা পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ গিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এইদিন কাজ না করে রেগা শ্রমিকরা বাড়িতে চলে আসতে হয়। তবে প্রশ্ন থেকেই যায় কি রেগা শ্রমিকরা করতে পারবে।

বিদ্যুৎ চপলতায় অতিষ্ঠ গ্রাহকরা রাগে ঘেরাও করলেন ডুকলীর অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন। বিদ্যুৎ সমস্যায় রীতিমতো অতিষ্ঠ ডুকলী ব্লক এলাকার সাধারণ মানুষজন। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েও ইতিবাচক কোনো সাড়া পাচ্ছেন না এলাকাবাসী। ডুকলী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনমালা, মধুবন এবং রানিখামার এই তিনটি এলাকার মানুষ গত তিন চার মাস ধরে বিদ্যুতের সমস্যায় ভুগছেন। এতদিন এই তিনটি এলাকার মানুষ বরখারিয়া স্থিত সূর্যমনি নগর পাওয়ার গ্রীড সাবস্টেশন থেকে বিদ্যুৎ পেত। তখন মানুষের কোন সমস্যা ছিলনা। বিদ্যুৎ নিয়ে হঠাৎই গত তিন চার মাস আগে সূর্যমনি নগর পাওয়ার গ্রীড সাবস্টেশন থেকে এই তিনটি এলাকাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাব-স্টেশনের একটি মেশিন নষ্ট অজহাতে এসব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া হয় আমতলী সেক্টরকোট থেকে। তাতেই সমস্যায় পড়েছেন তিনটি এলাকার সাধারণ নাগরিকরা। এলাকার মানুষের অভিযোগ

২৪ঘণ্টার মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকেনা। মানুষের বাড়িঘরে বিদ্যুৎ আসছে যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রায় ১২ঘণ্টার মত বিদ্যুতের দেখা মিলে না। বিদ্যুৎ দপ্তর এর কন্সটোল রুমে ফোন করলে সেখান থেকে বলে দেওয়া হয় লাইনে ফল্ট রয়েছে। আর এই সমস্যা নিয়ে এলাকার মানুষ বেশ কয়েকবার সূর্যমনি নগর পাওয়ার গ্রীড সাবস্টেশনে বিষয়টি জানালে সাব-স্টেশনের ইনচার্জ এর দায়িত্বে থাকা প্রদ্যুৎ ঘোষ বারবারই শুধু সময়ের পর সময় দিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যার সমাধান আর হচ্ছে না। গত এক সপ্তাহ আগেও এলাকার মানুষ সূর্যমনি নগর পাওয়ার গ্রীড সাবস্টেশনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও বর্ণা বর্ণা সংগঠিত করেন। তখনো বলা হয়েছিল এক সপ্তাহ পরে বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু সোমবারের পরেও বিদ্যুতের সমস্যার কোনো সুরাহা হলো না। শেষপর্যন্ত শনিবার দুপুরে তিনটি এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে সূর্যমনি নগর পাওয়ার গ্রীড সাবস্টেশন ঘেরাও করেন। ভুক্তভোগী জনগণের দাবি কালবিলাস না করে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা

ছ'র উদ্বেগ বাড়ছে করোনার নতুন স্ট্রেন ল্যাম্বডা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : এবার মারণ ভাইরাসের আরও এক স্ট্রেন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'ছ'। করোনার নতুন এই স্ট্রেনের নাম ল্যাম্বডা। গত আগস্টে পেরতে প্রথমবার ধরা পড়েছিল এই স্ট্রেনটির অস্তিত্ব। তারপর থেকে অসুস্থ ২৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার ল্যাম্বডা স্ট্রেন। এবার এই স্ট্রেনকে 'গ্লোবাল ভ্যারিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট' তালিকাভুক্ত করল 'ছ'। জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল পর্যন্ত পেরতে যতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৮১ শতাংশই এই স্ট্রেনের দ্বারাই সংক্রমিত হয়েছেন। গত ২ মাসে চিলিতে ৩২ শতাংশের সংক্রমণের পিছনেও এই স্ট্রেন। ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনাতেও বাড়ছে এই স্ট্রেনের দাপট। আপাতত স্ট্রেনটিকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এখনই একে 'গ্লোবাল ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন' তথা বিশ্বব্যাপী উদ্বেগজনক স্ট্রেনের মধ্যে না ধরলেও যেভাবে এটি দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই স্ট্রেনটির বাড়বাড়ত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না 'ছ'। আপাতত পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, এর সংক্রমণ ক্ষমতা বেড়ে চলেছে দ্রুত। আনুমানিক ৬০ নষ্ট করে দিচ্ছে এই স্ট্রেন। তাতেই বাড়ছে উদ্বেগ।

সুস্থতা ৯৬.১৬ শতাংশ, ভারতে ৩৯-কোটি চুইচুই কোভিড-টেষ্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : ভারতে ৩৮.৯২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯, ০২, ০০৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্ডেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেষ্টের সংখ্যা ৩৮, ৯২, ০৭, ৬৩৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯, ০২, ০০৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ হাজার ৭৫০ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩৮, ৬৩৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭, ৬০, ০১৯ জন (২.৫৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯৭ হাজার ৭৪৩ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩, ৮৫, ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১, ৬৪৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২, ৮৬, ৭৮, ৩৯০ জন (৯৬.১৬ শতাংশ)।

করোনায় প্রয়াত গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : করোনায় প্রাণ হারালেন ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেডের সচিব ডঃ গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র। করোনা পরবর্তী সমস্যা নিয়ে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন গুরুপ্রসাদ। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার সকালে প্রাণ হারান তিনি। গুরুপ্রসাদের মৃত্যুতে টুইট করে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনার তৎপরতায় অস্বাভাবিক পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছিল কেন্দ্র। কেন্দ্রের সেই অস্বাভাবিক পৌঁছে দিতে নাযকের ভূমিকায় কাজ করেছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেডের সচিব গুরুপ্রসাদ মহাপাত্র।

ভারত-চীন সীমান্তে সতর্ক রয়েছে ভারতীয় সামরিক বাহিনী : বায়ুসেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন (হি.স.) : আকাশপথে আরও শক্তিশালী হবে। এদিন বায়ুসেনা প্রধান বলেন, "নিরাপত্তা পোক্ত করা হচ্ছে। আমূল পরিবর্তন হবে বায়ুসেনাতেও। প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীনের ভৌগোলিক এবং কূটনৈতিক অস্থিরতার কথা মাথায় রেখেই এই বদলের সিদ্ধান্ত। ভারতীয় বায়ুসেনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হতে চলেছে। আরও বেশি করে প্রযুক্তির ব্যবহার হবে সামরিক ক্ষেত্রে।" তিনি আরও বলেন, "গত কয়েক

দশকে ভারতের সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বায়ুসেনা। এর ফলে বায়ুসেনার গুরুত্ব বেড়েছে। বায়ুসেনার এই রূপান্তর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে ফের নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে দেশ।" এর পর তিনি জানান, ২০২২ সালের মধ্যেই ভারতীয় বায়ুসেনায় অস্তিত্ব হতে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান। উল্লেখ্য, সীমান্ত পাকিস্তান এবং চীনের চোখ রাখানি টেকাতে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার এখন রাফাল।

ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন ইব্রাহিম রাইসি

তেহরান, ১৯ জুন (হি.স.) : ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন ইব্রাহিম রাইসি। ভোট গণনার ফল বলছে বিপুল ভোটে জয়ী হচ্ছেন ইব্রাহিম রাইসি। এখনও যেহেতু ভোট গণনা চলছে, তাই সরকারি ঘোষণা হয়নি। ইতিমধ্যে নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ আবদুল নাসের হেমাতি-সহ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। একাধিক ইরানের সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির বর্তমান রাষ্ট্রপতি হাসান রাইসিও সরকারিভাবে না হলেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইব্রাহিম রাইসিকে। ইরানে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইয়ের পরেই সোদেশের রাষ্ট্রপতির পদ দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হন তিনি। এতদিন এই পদে ছিলেন হাসান

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি না। তবে বোঝা যাচ্ছে ভোট কে পাচ্ছেন? প্রসঙ্গত, হাসান রাইসি কিছুটা নরমপন্থী হলেও ইব্রাহিম রাইসি অনেকটাই কটরপন্থী হিসেবেই বিশ্বে পরিচিত। নিশের অভ্যন্তরেও অন্যতম ক্ষমতাসালী তিনি। বরাবরই আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দেশগুলির তীব্র সমালোচনাও করে এসেছেন। এমনকী মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাইসির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। যদিও বর্তমানে আমেরিকার ক্ষমতাসালী বাইডেন প্রশাসন ইরানের প্রতি কিছুটা হলেও নরম মনোভাব নিয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, ট্রাম্প জমানার বিবাদ ভুলে ইরানের সঙ্গে নিজেদের বিবাদ মৌততে চাইছেন জে বাইডেনও। আর তাই তো সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে মিসাইলিস্টেম সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু এখন দেখার রাইসির এই পদে বসার পর দুদেশের সম্পর্ক কেমন হয়।

কোভিড-সংক্রমণ বেড়ে ৯৮,১৩৫ ব্রাজিলের দৈনিক মৃত্যু ২,৪৪৯ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ জুন (হি.স.) : করোনার প্রকোপে রক্তাক্ত ব্রাজিলে কখনও বাতিল, কখনও আবার কমেছে দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ, একই ট্রেন্ড মৃত্যুর সংখ্যাতেও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২,৪৪৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৮,১৩৫ জন। ফলে

ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৯৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,৪৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনা মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬২১-তে পৌঁছেছে। আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই বেড়েছে নতুন

করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, শুক্রবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৯৮, ১৩৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১,৭,৮০২,১৭৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১,৬,১৩৬,৯৬৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১, ১৬৬, ৫৮৭ জন।

Advertisement for Hindi Jagaran Tripura. It features the text 'নতুন ডাবনায় পথ চলা শুরু' (New path of walking has started) and 'বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও' (Now Hindi news with Bangladesh). It includes the website 'hindi.jagarantripura.com' and a logo for Jagaran Tripura.

টিএসআর জওয়ানের উদাসীন কর্মকাণ্ড অল্পতে প্রাণে বাঁচলেন এলাকার লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ জুন। এক টি এস আর জওয়ানের খামখোয়ালিপনায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের জনগণ। অভিজুক্ত টিএসআর জওয়ান ১৩ নং ব্যাটেলিয়ানের ছানা কাস্ত দাস। ঘটনা উত্তরের কদমতলা থানাধীন সরসপুর এলাকায় এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা। জানা গেছে, সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গতকাল রাতিবেলা বিদ্যুৎ বিস্ফোরণের চরমসীমা দেখা দেয়। কোন অবস্থাতেই বিদ্যুৎ নিগমের দফতরের কর্মীরা বিদ্যুৎ লাইন টিকাতে পারছেন না। এমতাবস্থায় স্থানীয় পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের জনগণ তীব্র গরমের প্রভাবে নাজহাল হয়ে নিজ উদ্যোগে একত্রিত ভাবে প্রতিটি বাড়িসহ বিদ্যুতের লাইন চেক করতে শুরু করেন। তখন বিকেলে পরিণয় রাত প্রায় ৯ টা ছুই ছুই। ঠিক তখন কদমতলা বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে টিল ছুড়া দুই ছানা কাস্ত দাস নামের ব্যক্তির বাড়ির বাড়ির কাঁটাতারে পাশ দিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক রাজু ভোমিক নামের সানীয় যুবকের হাত লাগে বাড়ির কাঁটাতারে আর তাতে স্থানীয় যুবক রাজু ভোমিকের হাতে বিদ্যুতের খাটকা লাগলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় ৩ নং ওয়ার্ডের জনগণ।

তড়িৎখণ্ড খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানা ও বিদ্যুৎ দপ্তরে। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, বাড়ি মালিক ছানা কাস্ত দাস তার বাড়ির বাড়ির কাঁটাতারে বিদ্যুৎ সংযোগ করে রেখেছেন। তখন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বাড়ির কাঁটাতার থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেন। এমন কাস্ত দেখে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো বাড়ির মালিক ছানা কাস্ত দাস ঘর ত্যাগ করেন কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছেন। আর কাঁটাতারের বাড়ির কাঁটাতার থেকে গায়ে মেরণ হওয়া। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বাড়ি মালিক ছানা কাস্ত দাস পেশায় একজন আইনের রক্ষক। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১৩ নং ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত জওয়ান। তবে ঘটনা মীমাংসা হওয়ার পর শেষ যাত্রায় পুলিশের একজন কনস্টেবল ঘটনাস্থলে গিয়ে নাম রক্ষা করেছে। এদিকে স্থানীয় জনগণ অভিজুক্ত টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগাড় দিয়েছেন। স্থানীয়রা বলেন যদি ছানাবাবুর বাড়ির কাঁটাতারের বিদ্যুতের ছোবলে কারো প্রাণ যেত তখন সেই মৃত্যুর দায়ভার কে কে নিতো। তবে একজন আইনের রক্ষক হয়ে এমন উদাসীনতা মনোভাবে বড়সড় বিপদ ডেকে আনতে পারতো।

স্বত্বাধিকারী পরিচয় বিশ্বাস কর্তৃক রেনো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিচয় বিশ্বাস।